গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জনাব মোঃ কামাল হোসেন সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভার তারিখ	০৮ জুন ২০২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	ভার্চুয়াল মিটিং প্ল্যাটফর্ম (Zoom)
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য আগামি পাঁচ বছরের জন্য নতুন একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)'র সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় যে, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন উপকমিটির আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করবে।

২। সভাপতি উল্লেখ করেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ খুবই জটিল। কারণ, এর সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও অগ্রাধিকারের বিষয় জড়িত। এর সঙ্গে জড়িত সরকারের ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সকল অংশিজনের সঙ্গে আলোচনা, অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে এ ধরনের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। এর ওপর কোভিড-১৯ জনিত লক-ডাউনের কারণে বিভিন্ন বাঁধা-বিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে এ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৩। সভায় অবহিত করা হয় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একজন করে যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে এবং একজন উপসচিব বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও মন্ত্রণালয়সমূহের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন ফোকাল পয়েন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এ সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা যথাসময়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হত না। তিনি সকলকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৪। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলে এ কর্মপরিকল্পনায় মোট ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৫টি থিমেটিক ক্লাস্টারের কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ৩৯টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ৪টি মন্ত্রণালয় তাঁদের কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করলেও তা চূড়ান্ত করণের জন্য কয়েকদিন

সময় চেয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলি হচ্ছে অর্থবিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৫। জনাব খালেদ হাসান তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত তিন পর্বে মোট ২৬টি সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দফা কর্মশালায় কর্ম-পরিকল্পনার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর রূপকল্প এবং অভিলক্ষ অনুসরণ করা হয়। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনার মূল ভিত্তি হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুসৃত হয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযেছে, অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নযনের চেষ্টা চালাবে। ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক উন্নযনে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনের পর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম যাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় না হয় সে বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। জনাব খালেদ হাসান সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, তাত্বিক ভিত্তি এবং থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের বিভাজন পদ্ধতি ও দায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ সহ ব্যখ্যা করেন।

৬। তিনি কর্মপরিকল্পনার কয়েকটি অনুচ্ছেদ এবং থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের কর্মপরিকল্পনা স্ক্রিনে প্রদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্মপরিকল্পনার গঠন, বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা যথাযথ হয়েছে মর্মে মতামত প্রকাশ করেন। তবে এতে সম্পাদনাগত কিছু পরিমার্জনার প্রয়োজন হবে মর্মে একজন কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় খসড়াটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপনের পূর্বে এটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও সম্পাদকীয় পরিমার্জন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। কর্মপরিকল্পনার খসড়াটি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য কর্মপরিকল্পনা উপকমিটিতে উপস্থাপন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়;

সিদ্ধান্ত:

০৭। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্তে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা এখনও প্রেরণ করেনি তাঁদের আগামী সাত দিনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল;

খ) কর্ম-পরিকল্পনার খসড়াটি যথাশীঘ্র সংকলন, সমন্বয়, অংগসজ্জা এবং অন্যান্য সম্পাদনাগত সংশোধনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে এটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

গ) কর্মপরিকল্পনাটির বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন উপকমিটির সভায় এটি উপস্থাপন করা হবে;

০৮। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

জনাব মোঃ কামাল হোসেন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭২৫.৫৮.০০১.২১.৬২

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৮ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
২) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪) সচিব সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মুর্শিদা শারমিন
উপসচিব